Note-2th

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
রাজস্ব বাজেট শাখা

# "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা (সংশোধিত -২০১৭)"

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৫-২৫০৫-৩৪৩৩-৫৯০১ কোডে বরাদ্দকৃত অর্থ উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো ।

২। **শিরোনাম :** এ নীতিমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা (সংশোধিত-২০১৭)" নামে অভিহিত হবে। এ নীতিমালা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের জন্য বিশেষ মঞ্জুরী বরাদ্দের (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেট ২৫-২৫০৫-৩৪৩৩-৫৯০১ নং কোডের) ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে ।

৩। **আবেদন প্রেরণ, গ্রহণ এবং যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া :**

ক) উক্ত খাতে মঞ্জুরী/ অনুদান প্রাপ্তির নিমিত্ত আগ্রহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীগণকে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে স্ব-স্ব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে আবেদন দাখিল করতে হবে ;

খ) জেলা প্রশাসকগণ উপরোক্ত ৩টি শ্রেণীতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক ক্যাটাগরি, প্রতিটি ক্ষেত্রে, অনধিক **৫টি আবেদন** এবং ছাত্র/ছাত্রী ক্যাটাগরিতে অনধিক **১৫টি আবেদন** সুপারিশ সহকারে এই বিভাগে চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করবেন। ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫টি, ৯ম ও ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫টি, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৩টি এবং স্নাতক ও তদুর্দ্ধ পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ২টিসহ মোট ১৫টি আবেদন সুপারিশ সহকারে প্রেরণ করতে পারবেন ;

গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই পূর্বক মঞ্জুরী প্রাপক প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক/ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা চূড়ান্ত করে সরকারের অনুমোদনের নিমিত্ত পেশ করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা সার্বিক বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করবে।

৪। **কমিটি গঠন :**

ক) জেলা যাচাই-বাছাই কমিটি :

| | | |
|---|---|---|
| ১) | জেলা প্রশাসক বা তার মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | আহবায়ক |
| ২) | জেলার সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ৩) | সিভিল সার্জন বা তাঁর প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৪) | সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার | সদস্য |
| ৫) | নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৬) | প্রধান শিক্ষক, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ৭) | জেলা শিক্ষা অফিসার | সদস্য-সচিব |

খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি :

| | | |
|---|---|---|
| ১) | সচিব, কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব | সভাপতি |
| ২) | যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব (প্রশাসন)/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) | সদস্য |
| ৩) | মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের) | সদস্য |
| ৪) | পরিচালক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৫) | উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট) | সদস্য-সচিব |

৫। **অর্থ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাদি :**

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে স্বীকৃতি প্রাপ্ত/এম.পি.ও. ভুক্ত বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুঝাবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার, আসবাবপত্র তৈরী, খেলাধুলার সরঞ্জাম, প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবন্ধী বান্ধব করাসহ পাঠাগারের উন্নয়ন কাজের জন্য মঞ্জুরীর আবেদন করতে পারবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনগ্রসর এলাকার অস্বচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথচ প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান ভাল, এরূপ প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে ;

খ) শিক্ষক বলতে বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা বুঝাবে। শিক্ষকগণ তাঁদের দুরারোগ্য ব্যাধি ও দৈব দুর্ঘটনার জন্য মঞ্জুরীর আবেদন করতে পারবেন ;

গ) ছাত্র-ছাত্রী বলতে সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী বুঝাবে। তারা দুরারোগ্য ব্যাধি, দৈব দুর্ঘটনার এবং শিক্ষা গ্রহণ কাজে ব্যয়ের জন্য মঞ্জুরীর আবেদন করতে পারবে। তবে এ বিশেষ মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে দুস্থ, প্রতিবন্ধী , অসহায়, রোগগ্রস্থ, গরীব, মেধাবী, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে ;

ঘ) বরাদ্দ পাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব গভর্ণস/ব্যবস্থাপনা কমিটি সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ খরচ করতে হবে। অর্থ প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে অর্থ বিতরণ ও খরচ করতে হবে। অর্থ ব্যয়ের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ব্যয়ের প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ;

অধিকার

Note-2th

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হওয়ার বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার (মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক) প্রত্যয়ন করবেন;

চ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা হতে জেলা প্রশাসক বরাবরে অর্থের জি.ও প্রদান করা হবে। জি.ও প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক অগ্রিম বিলের মাধ্যমে ট্রেজারী হতে অর্থ উত্তোলনপূর্বক বিতরণ শেষে একই অর্থবছরের মধ্যে অগ্রিম বিলের সমন্বয় করবেন। প্রতিষ্ঠানের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এবং শিক্ষক/ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব নামে চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

৬। **মঞ্জুরী প্রাপ্ত অর্থের শ্রেণী ভিত্তিক বিভাজন :**

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় (২৫-২৫০৫-৩৪৩৩-৫৯০১ কোডের) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরী বাবদ অর্থ নিম্নোক্তভাবে বন্টন করা হবে;

| | | |
|---|---|---|
| ১) | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১৫% |
| ২) | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকা | ১০% |
| ৩) | সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী | ৭৫% |

৭। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন :**

| | | |
|---|---|---|
| ১) | নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১০% |
| ২) | মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৬০% |
| ৩) | বেসরকারি স্কুল ও কলেজ, ও তদুর্ধ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৩০% |

৮। **ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন :**

| | | |
|---|---|---|
| ১) | ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রী | ৩৫% |
| ২) | ৯ম ও ১০ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী | ৩৫% |
| ৩) | একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী | ২০% |
| ৪) | স্নাতক ও তদুর্দ্ধ পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রী | ১০% |

৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক ক্যাটাগরিতে যথোপযুক্ত প্রস্তাব পাওয়া না গেলে ঐ ক্যাটাগরি দু'টির উদ্বৃত্ত অর্থ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে ;

১০। একক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার), একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) এবং ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ (ক) মাধ্যমিকের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার), (খ) উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ৬,০০০/-(ছয় হাজার); (গ) স্নাতক/সমমান/তদুর্ধ্ব এর জন্য ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা মঞ্জুর করা যাবে ;

১১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দেয়া অর্থ এককালীন মঞ্জুরী হিসাবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রদানকৃত অর্থ অনুদান হিসাবে গণ্য হবে ;

১২। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারী করবে। বিজ্ঞপ্তির কপি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির কপি জেলা প্রশাসককে এবং জেলা শিক্ষা অফিসারকে দিতে হবে। জেলা শিক্ষা অফিসার জেলার সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট পাসপোর্ট সাইজের ছবি (ব্যক্তির ক্ষেত্রে ) ও আবেদনের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ (যদি থাকে) আবেদন জমা দিতে হবে। জেলার প্রাথমিক যাচাই-বাছাই কমিটি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শেষ তারিখের পর ১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের সুপারিশসহ কাগজপত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটি জেলা যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশসমূহ হতে ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। প্রদত্ত অর্থের বিল ভাউচার অডিটের জন্য জেলা প্রশাসকের দপ্তরে সংরক্ষিত থাকবে;

১৩। অনুমোদিত নীতিমালা বাজেট শাখা হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ, এর অধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থায় এবং জেলা প্রশাসকের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে হবে;

১৪। নীতিমালায় যা থাকুক না কেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজস্ব বিবেচনায় বিশেষ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী/শিক্ষক-শিক্ষিকা/অস্বচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ খাত থেকে অর্থ মঞ্জুর করতে পারবে।

১৫। আবেদন/সুপারিশকে অর্থ প্রাপ্তির অধিকার হিসাবে গণ্য করা যাবে না ।

সোহরাব
২৯.০৮.২০১৭

(মো: সোহরাব হোসাইন)
সচিব